ইত্তেফাক

তারিখ ...১৩...১২...৮৩...
পৃষ্ঠা... ... ১ ... কলাম ... ১ ...

095

ভাষা কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়নে ১০ বছর সময় লাগিবে

।। মতিউর রহমান চৌধুরী ।।

ভাষা কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়নে দশবছর সময় লাগিবে। শিক্ষামন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা এ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। বর্তমানে ১১৩ পৃষ্ঠার এ রিপোর্টটি মন্ত্রী পরিষদের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রহিয়াছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানকে আহ্বায়ক করিয়া গঠিত ৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির এ রিপোর্ট গত ১৭ই আগষ্ট এক বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রীর বিবেচনা লাভ করে। তিনটি উদ্দেশ্যে ভাষা কমিটি গঠন করা হইয়াছিল। প্রথমত: ভাষা হিসাবে বর্তমান বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের পদ্ধতি পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করা। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষার উন্নয়ন। তৃতীয়তঃ বিদেশী ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষা শিক্ষাদান। উল্লেখ্য, ১৯৭২ সনে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলা একাডেমীকে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ৪১ বিষয়ের উপর ১২০০ বই প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত মাত্র ২৩০ খানা বই প্রণয়ন করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ছাপা হইয়াছে মাত্র ১৬২ খানা বই।

ভাষা কমিটির সুপারিশে বলা হয়ঃ প্রথম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা ভাষায় মাধ্যমে

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

ভাষা কমিটির রিপোর্ট

(১ম পৃঃ পর)

মানবিক, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কৃষি বিষয়ে শিক্ষার কর্মসূচী পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু কার্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হইলেও দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে সক্ষম হইতেছে না। তাই শিক্ষামন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রাথমিক হইতে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের মান মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর স্তর অনুসারে শব্দ ভাণ্ডার ও বাক্য গঠন প্রণালী পরিকল্পিতভাবে হওয়া দরকার। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই সুপারিশের সহিত একমত হইয়াছেন। বানান রীতির একই রূপ পাঠ্য পুস্তকসমূহে সুস্পষ্টভাবে অনুসরণ করা, সচিত্র শিশু-কিশোর বাংলা অভিধান প্রণয়ন, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ও রচনার দায়িত্ব টেক্সট বুক বোর্ডের হাতে দেওয়ার সুপারিশও মন্ত্রণালয় গ্রহণ করিয়াছে। মন্ত্রী পরিষদের অনুমোদন পাওয়ার পরই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে।

প্রাথমিক স্তর হইতে উচ্চ স্তর পর্যন্ত ভাষা ব্যবহারে শিক্ষকের বলার ও লেখার ন্যূনতম মান নির্ধারিত না থাকার কারণে সৃষ্ট অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া ভাষা কমিটি উচ্চারণ অভিধান ও শিক্ষকদের জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুপারিশ করিয়াছে। বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনার কথাও বলা হইয়াছে। রিপোর্টে বাংলাদেশের নাগরিকদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের জন্য বাংলাদেশের প্রশাসন, আইন-আদালত, ব্যবসা বাণিজ্যসহ জীবনের সর্বস্তরে বাংলাভাষা ব্যবহারের জন্য নির্দেশ দানের কথা সুপারিশ রহিয়াছে।

ইহাছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, সকল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমী সমন্বয়ে যৌথ কমিটি গঠন, বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, ফিল, পিএইচডি পর্যায়ে বাংলা ভাষায় প্রণয়নের উপর গুরুত্ব, থিসিস বাংলায় করা, রচনা অনুবাদ, পরিভাষা নির্ণয়ের জন্য অনুবাদ ব্যুরো গঠনের ব্যাপারেও সুপারিশ রহিয়াছে।

মুদ্রাক্ষরিক ও সাঁটলিপি প্রতিষ্ঠান উপজেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ও বাংলা একাডেমী কর্তৃক মুদ্রাক্ষরিক ও সাঁটলিপি প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করার উপর গুরুত্ব দেওয়া